সংবাদ

তাং ১৯ JAN 2009
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ১ ...

প্রবাসীর চোখে স্বদেশ

প্রধানমন্ত্রী : ছাত্রত্ব অপরিবর্তনীয় কিন্তু ছাত্রলীগ?

অজয় দাশগুপ্ত

মানি, শোভ, দ্য ডে : যদি সত্যি হয় বর্তমান সরকারের শুরুটাকে অনাবিল শুভ বা মঙ্গলজনক বলা যাবে কি? খবরের কাগজের দিকে তাকালে বুকটা এখন আবার ধড়ফড় করে উঠছে, না কোন অন্ধ আনুগত্য বা দলের অবস্থানের কারণে নয়, শান্তি-শৃঙ্খলা আর সহিষ্ণুতার প্রশ্নে এই আনচান বা উদ্বেগ কি অযৌক্তিক? বর্তমান সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পেছনে যে বিপুল জনরায় তাতে দূর প্রবাসেও উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলাম আমরা। বিশেষত মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবিরোধী গণরায়ে। আমাদের ধারণা, এ সরকার সে রায়কে আশীর্বাদ হিসেবে নিয়েছে, তারা এখন গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক সুখী স্বদেশের জন্য কাজ করবেন, কিন্তু পাদুকা সংঘর্ষে ক্ষিপ্ত মুষ্টি, ছাত্রলীগের দৌরাত্ম্য, লাঠিসোটা নিয়ে মারমুখী যুবাদের ছবি তো সে স্বপ্নকে ক্রমেই ঝাপসা করে তুলছে। উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হয়ে উঠছি আমরা।

সিডনির সপ্তাহিক ছুটির সকাল বেলায় দূরাভাষে অলস আড্ডা আমার মজার বিষয়। শনিবার সকালে এমনি এক ম্যারাথন আলাপ-আড্ডায় অধ্যাপক ড. আবদুর রাজ্জাকও জানালেন তার ক্ষোভ। ভদ্রলোক দীর্ঘকাল প্রবাসী, যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ শিক্ষক জীবন শেষে এখন অবসরে। দৈনিকে দেখা ছবি ও খবরে ক্ষিপ্ত রাজ্জাক ভাই ছাত্ররাজনীতির এই উন্মাদনা বন্ধে কঠোর হওয়ার পক্ষে। আলাপ শেষ হতে হতে মনে হলো, বলছেন বা আলাপ আমরা করছি বটে, কিন্তু আমাদের অবস্থানও কি খুব একটা স্বচ্ছ? প্রবাসে দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর শাখা-প্রশাখা আছে। এদের কর্মকাণ্ড নিয়ে দ্বন্দ্ব আর সংঘাতও বজায় রয়েছে : ফোন রাখার পর মনে হলো রাজ্জাক ভাইকে একটি কথা বলা হয়নি। যে দল, যে দলবাজি, ছাত্র উত্তেজনা দেশের পরিস্থিতিকে সংঘাতপূর্ণ ও দ্বন্দ্ব সঙ্কুল করে তুলছে, তাকে প্রশ্রয় দেয়াটা কি এখনই যৌক্তিক?

প্রসঙ্গে ফিরে আসি, হঠাৎ করে মারমুখী হয়ে ওঠা এই ছাত্ররা কি অচেনা কেউ? এদের গডফাদাররা তো আওয়ামী লীগের মানুষ। শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত মন্ত্রীবর ক'দিন আগেও এসব বিষয়ে লেখালেখি করেছেন। তিনি নিশ্চয়ই জানেন এ সাপের বিষ কিভাবে নামাতে হবে? তা হলে বিলম্ব কেন?

দুই.

বায়তুল মোকাররমের বিষয়টি স্পর্শকাতর, এর সঙ্গে ধর্ম জড়িত। আমার তা নিয়ে মন্তব্য করা উচিত হলেও ঠিক হবে না। কিন্তু ছাত্রলীগের যে তাণ্ডব তা নিয়ে চুপ করে থাকার মানে নেই। ছাত্রলীগ সবে মাত্র ৬১ বছরে পড়ল। এই একষট্টি বছরের সাঁইত্রিশ বছরকে সরিয়ে রাখলে বাকি চৌত্রিশ বছর উত্থান ও বিজয়ের ইতিহাস, বিজয়, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম রূপকার এ ছাত্রলীগ। কিন্তু সাঁইত্রিশ বছরের চুলচেরা বিচারে তার অবস্থান এতটা উজ্জ্বল নয়। স্বাধীনতার পর গ্রুপভিত্তিক কোন্দল আর ছাত্ররাজনীতির অবক্ষয়ে ছাত্রলীগের মালিন্য বেড়েছে। বর্তমান সরকার সময়ের অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এত বড় রায় পেয়েছে, সে সময়ের দিকে তাকালে কি মনে হয় যে অগ্নিদাহে ছাত্রলীগের সত্যি বড় কোন অবদান রয়েছে? আসলে নেই। এখন তার যে অবস্থানে থাকা উচিত সে জায়গায় নেই ছাত্ররাজনীতি। হল দখল, লাঠিসোটা নিয়ে মারামারি আর চর দখলের রাজনীতিতে ছাত্রছাত্রীদের কি লাভ? কোথায় আদর্শের আহ্বান? কোথায় সৎ ও যোগ্য মানুষের জন্য পথ তৈরির প্রচেষ্টা? ছাত্রলীগের রাজনীতি আওয়ামী লীগ বা ভোটের বাক্সে কি আদৌ কোন প্রভাব ফেলে আজকাল? ফেলে না বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, '৭২-এর সংবিধান, যুদ্ধাপরাধী মুক্ত স্বদেশ আর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত কর্মী বাহিনী ব্যতীত ছাত্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা নেই। হল দখল করে গ্রামে গ্রামে মারামারি করে দেশের উন্নয়ন ব্যাহত করা যাবে লাভের কিছু হবে না।

তিন.

এ লেখা পড়ে ক্ষিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে ছাত্ররাজনীতির সংশ্লিষ্ট নেতা-কর্মীদের উচিত পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর উদাহরণ থেকে শিক্ষা নেয়া। ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণ, শিক্ষাভিত্তিক সমস্যা সম্ভাবনা আর শিক্ষা জীবন বাদে অন্য কিছুর চর্চায় তাদের অধিকার না থাকাই মঙ্গল। বাহাত্তরেও আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল, তখন তার প্রশাসন ওকে কার্যত দুর্বল ও অকেজো করবে পেছনে ছাত্রলীগের কোন্দলও কম দায়ী ছিল না। প্রয়াত আলতাফ আলী হাসুর একটি ছড়ার কথা মনে পড়ছে : 'সরকারটা টেকার চিন্তা জাতির পিতার একার?' এ ভাবনা সেদিন সব কিছু ছাপিয়ে সত্য হয়ে উঠেছিল, এত বছর পর সে দুর্ভাবনা যেন শেখ হাসিনার জন্য সত্য হয়ে না ওঠে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য, দেশে শিক্ষায় রাজনীতি, অর্থনীতিতে তারা আছে এবং থাকবে, কিন্তু ছাত্রলীগের কি সত্যি তেমন প্রয়োজন আছে? বিষয়টি বিবেচনা এবং ছাত্ররাজনীতিকে সাইজে নিয়ে আসার নিশ্চয়ই তা এখন চাক্ষুষ এবং পরিবর্তন দাবি করছে।

[সিডনি থেকে
dasguptaajoy@hotmail.com]